বড় দিদিমা

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

BANGLADARSHAN.COM

॥বড় দিদিমা॥

অনেকদিন পরে মামার বাড়ি গিয়েচি। বোধ হয় বিশ বছর পরে। জঙ্গলে ভর্তি হয়ে গিয়েচে সারাটা গ্রাম। বড় বড় বাড়ি পোড়ো হয়ে, ভাঙা হয়ে পড়ে আছে, বট অশ্বত্থর চারা উঠেচে ছাদের আর দেওয়ালের ফাটলে। ঘুঘু পাখির বাসা হয়েচে চিলেকোঠায়—অনেক বাড়িতে রাত্রে বাঘ ডাকে, বুনো শূওর লুকিয়ে থাকে উঠোনের জঙ্গলে।

লোকজন যারা গাঁয়ে ছিল, অনেককাল আগে বিদেশে চলে গিয়েচে। সেখানেই চাকরি বা ব্যবসার সূত্রে ঘর বাড়ি বেঁধে বাস করে, ম্যালেরিয়ার দেশে আসতে চায় না। তাদের বাবা জ্যাঠারা হয়তো আসতো, নতুন চাক্‌রি করবার সময় বছর কয়েক এসে দুর্গাপূজা, শ্যামাপূজা করেছিল। এখন তারা বুড়ো হয়ে গিয়েচে, তাদের ছেলেরা জন্মেচে বিদেশে, দেশ তারা জানে না, চেনে না—কেউ বাল্যকালে এক-আধবার এসেছিল, কেউ তাও আসে নি। এই ম্যালেরিয়ার দেশে দূর বিদেশ থেকে পয়সা খরচ করে কিসের টানে তারা আসবে?

সুতরাং বড় বড় বাড়ি ভেঙে পড়ে আছে, দেউড়ি ভেঙে গিয়েচে, হয়তো দরজায় তালা দেওয়া ঠিকই আছে। সাপের ভয়ে দিনমানে কেউ সেদিকে যায় না।

BANGLADARSHAN.COM

অনাদি-মামার বাড়িটা বাইরে থেকে দেখলাম। বাল্যে এই অনাদি-মামার বাড়ি প্রথম গ্রামোফোন শুনি মনে আছে। অনাদি-মামার বাবা হরি দাদামশায় ভারি শৌখীন লোক ছিলেন, কলকাতায় চাকরি করতেন—তিনিই বিংশ শতাব্দীর এই আশ্চর্য যন্ত্রটি মামার বাড়ির গ্রামে সর্বপ্রথম আনলেন কলকাতা থেকে।

কলের গান! কলের গান!

সতীশ মামার ছেলে যাদু বললে—এই কানু, চল্—গ্রামফনো দেখে আসি—

—সে আবার কি?

—গ্রামফনো। কলের গান। হরিজ্যাঠা এনেছেন—

দৌড়ে গেলাম ছুটে। একটা কাঠের বাক্সের ওপর একটা চোঙ বসানো। চোঙের ভেতর থেকে একেবারে অবিকল মানুষের গলার গান বেরিয়ে আসচে!

একটা ছোট্ট ছেলে বললে—ওর মধ্যে কে আছে?

—কে আবার থাকবে?

—তবে গান গায় যে?

—কলে গান হচ্চে। এ'কে বলে কলের গান।

প্রাচীন আমলের বৃদ্ধ রামতারণ চক্রবর্তী লাঠি ঠক্ ঠক্ করতে করতে এসেছিলেন এই অদ্ভুত ব্যাপারটা দেখতে। তিনি সেকালের আমলে নীলকুঠির দেওয়ান ছিলেন, নীলকুঠির সায়েবদের অনেক ঘোড়া, টমটম, বন্দুক দেখেচেন—কিন্তু কলের গান কখনো দেখেনও নি, শোনেনও নি। এগিয়ে বসে ভারী গলায় বললেন—হরি বাবাজি, এর নামডা কি বল্লে?

—গ্রামোফোন।

—মানে কি?

—মানে—মানে হল কলের গান।

রামতারণ চক্রবর্তী আমার বাল্যেই দেহরক্ষা করেছিলেন, শুধু কলের গান ছাড়া আধুনিক যুগের অনেক আশ্চর্য জিনিসের কিছুই দেখে যেতে পারেন নি।

সেই অনাদি-মামাদের বড় বাড়ি পড়ে আছে জঙ্গলাবৃত হয়ে। দরজা খসে পড়েচে, ওপরের জানলা ঝুলে বাতাসে এদিক ওদিক করচে, ছাদের ওপরে এতবড় অশ্বত্থ গাছ গজিয়েচে যে তার তলায় বসে রাখাল বাঁশি বাজাতে পারে। অনাদি-মামা বৃদ্ধ হয়েচেন, তিনি কাশী থাকেন, তাঁর ছেলেরা কেউ জৌনপুরে, কেউ এলাহাবাদে কাজ করে। অজ পাড়াগাঁয়ের পৈতৃক ভিটের নাম মুখেও আনে না।

BANGLADARSHAN.COM

সেই রামতারণ চক্রবর্তীর দোতলা প্রকাণ্ড বাড়ি ও পূজোর দালান পড়ে আছে, চামচিকে ও বাদুড়ের বাসা কড়ির গায়ে, ভাঙা মেঝেতে গোখ্‌রো সাপের বাসা। ও সব বাড়ির ত্রিসীমানায় কেউ যায় না সর্পাঘাতের ভয়ে। দু'তিনটি এ গাঁয়ের নীচ জাতীয় লোকে অসাবধানে চলাফেরার ফলে সাপের কামড়ে জীবনও গিয়েচে।

বড় মামাদের বাড়িটার কি দশা হয়েচে।

এই বড় মামা কাজ করতেন পশ্চিমে কোথায় যেন। আমার ছেলেবেলায় তিনি গ্রামের মধ্যে একজন শৌখীন লোক বলে গণ্য হতেন। বড় মামা হোলেন আমার আপন মামাদের জ্ঞাতি ভাই। যখন তাঁদের নিজেদের শরিকি পৈতৃক বাড়ির অংশ একবার বৃষ্টির সময় খসে ভেঙে পড়ে, তখন তাঁর আপন জ্যাঠামশাই হাততালি দিয়ে হেসেছিল। বড় মামা তখন বাইশ বছরের যুবক, পিতৃহীন, অবস্থাও খারাপ, ওই জ্যাঠামশাই তাঁদের পৃথক করে দিয়েছিলেন।

ওদের অংশ ভেঙে পড়ে গেল, বেশ হয়েচে, এখন কিসে বাস করবে করুক, এই হল তাঁর আটাত্তর বছর বয়স্ক জ্যাঠামশায়ের উল্লাসের কারণ।

এদিনের কথা বড় মামার বড্ড মনে ছিল।

তাই তিনি রেঙ্গুনে চাকুরি করতে করতে চাকুরি করতে করতে যা করে হোক টাকা জমিয়ে পাঁচ হাজার টাকা দিয়ে নিজেই এই বাড়ি তৈরি করেন। এ বাড়ি যখন তৈরি হয়, তখন আমার মায়ের বিয়ে হয় নি–অত আগের কালের পাঁচ হাজার টাকা আজকালকার দিনে ষাট হাজার টাকার সমান।

সেই বাড়ি ভূতের বাসা হয়ে পড়ে আছে আজ কতদিন–বোধ হয় ত্রিশ বছর সে বাড়িতে পদার্পণ করে নি। ছাদের মাথায় কুঁচকাঁটার জঙ্গল। বট অশ্বত্থ গাছের স্বাভাবিক ভিড়। কেউ আসে না–বড় মামার ছেলেরা কেউ কলকাতায় থাকে, কেউ আসামে থাকে।

আর বড় মামার সেই যে জ্যাঠামশাই, হাততালি দিয়ে যিনি হেসেছিলেন–তাঁদের বৃহৎ বাড়িটা জঙ্গলে একেবারে ভরে গিয়েছে। বড় বড় সেকালের লোহার তালা দেওয়া আছে দরজাতে। তালা ঠিক আছে, কবাটগুলো খুলে শেকলের অবলম্বনে মাত্র ঝুলচে।

দোতলার খোলা ও ভাঙা জানালা দিয়ে ঠাকুরদিদিমার হাতের সাজানো হাঁড়ি-কলসী এখনো তাকের ওপর সাজানো দেখা যাচ্ছে। আজ চল্লিশ বছরের ওপর হল এগুলো অমনি সাজানো রয়েচে। ঠাকুরদিদিমা চল্লিশ বছর মরেচেন।

দাদ্‌জীর একমাত্র পুত্র নাম তাঁর ছিল রামলাল, তাঁকে আমার আবছায়া মনে হয়। দার্জিলিংয়ে চাকরী করতেন, খুব সুপুরুষ ছিলেন। দাদ্‌জীর মৃত্যুর সাত বৎসর পরে একদিন দার্জিলিং থেকে প্রেরিত এক টেলিগ্রামে তাঁর মৃত্যু-সংবাদ এলো। আমার তখন এগার বছর বয়েস।

BANGLADARSHAN.COM

সেদিনকার কথা আমার বড্ড মনে আছে।

আমার আপন দিদিমা তখন ডাল রান্না করছিলেন, তাও মনে আছে। দুপুর বেলা, তিনি রান্না ফেলে ছুটতে ছুটতে গেলেন ওদের বাড়িতে। আমিও গেলাম দিদিমার সঙ্গে।

গিয়ে একটি করুণ দৃশ্য দেখলুম।

সেই দৃশ্যের জন্যেই সেই দিনটি বড্ড মনে আছে আমার।

দেখি যে রামলাল মামার সুন্দর তরুণী বধূ উঠানে দাঁড়িয়ে আছেন। তিনি ডাক-সাইটে সুন্দরী ছিলেন মামার বাড়ির দেশে তখনকার আমলে। উঠোনে এক উঠোন লোকের মধ্যে তিনি কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন, কাঁদচেন না। কে তাঁকে গঙ্গায় নিয়ে গিয়ে স্নান করিয়ে, শাঁখা ভেঙে ও সিন্দুর মুছিয়ে নিয়ে আসবে, কেউ রাজী হচ্চে না, সবাই কাঁদচে, তিনিও কাঠের মত দাঁড়িয়ে আছেন–এইটুকু মাত্র ছবি আমার মনে আছে।

রামলাল মামার একমাত্র শিশুপুত্রকে দিদিমা গিয়ে কোলে তুলে নিলেন রোয়াক থেকে। তার মা কিছুদিন পরে তাকে নিয়ে বাপের বাড়ি চলে গেলেন। তবে কোনদিন স্বামীর ভিটেতে তিনি পদার্পণ করেছিলেন কিনা, আমার জানা নেই। ছেলেটি শুনেচি বড় হয়ে পশ্চিমে কোথায় চাকরি করে এখন।

সেই জঙ্গলের মধ্যে এদিক ওদিক খানিকটা ঘুরে আবার চলাচলের রাস্তায় এসে উঠেচি–দেখি যে পরেশনাথ আসচে। পরেশনাথ সম্পর্কে আমার মামা হয়–আমার চেয়ে বেশি বড় নয়–অথচ এমন বুড়ো হয়ে গেল কি করে?

ও কাছে এলে বল্লাম–মামা যে? চিনতে পারো? কেমন আছ?

পরেশনাথ আমাকে দেখে মস্ত একটা হাঁ করলো। বল্লে–কোথায় যেন দেখেচি, চেনা চেনা মুখ–

আমি হেসে বল্লাম–বেশ। আমি কানাই–সতীনাথ চক্কত্তির ভাগনে!

সে উদাসীন এবং আগ্রহশূন্যভাবে বল্লে–ও।

ব্যস্।

অথচ আমি ওর সঙ্গে একত্র খেলা করেচি ছেলেবেলায়। এতদিন পরে ছেলেবেলার সঙ্গী দেখে ওর মনে এতটুকু উৎসাহ বা আনন্দ দেখলুম না। কেমন যেন হয়ে গিয়েচে।

বললাম–ভাল আছ?

জিজ্ঞাসার কোনো প্রয়োজন ছিল না, তবুও বলতে হল ভদ্রতার খাতিরে।

BANGLADARSHAN.COM

সে বল্লে–আর ম'লেই বাঁচি।

বলেই সে পাশ কাটিয়ে চলে যাচ্ছিল, আমি বললাম–দাঁড়াও, দাঁড়াও। আমায় চিনতে পারলে?

–হ্যাঁ, তুমি কানাই।

–তোমার কোনো অসুখ হয়েচে?

–হাঁপানিতে ভুগচি।

–বটে। চিকিৎসা হচ্চে?

–গঙ্গাতীরে হবে, চিতের বিছানায় যেদিন শোবো। খেতেই পাইনে–চিকিচ্ছে।

–আচ্ছা, কেউ আছে নাকি এ পাড়ায় পুরনো দলের মধ্যে?

–বড় জ্যাঠাইমা আছেন। একা থাকেন।

বড় জ্যাঠাইমা মানে দাদ্‌জীর দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী। তাঁকে বাল্যকালেই আমি বৃদ্ধা দেখেচি। তিনি এখনও বেঁচে আছেন? রামলাল মামাকে ইনিই হাতে করে মানুষ করেছিলেন তাঁর আপন মা মারা যাওয়ার পর। যখন

রামলাল মারা যান, তখনি ইনি বৃদ্ধা। ইনিই উঠোনে পড়ে, সেদিন গড়াগড়ি দিয়ে কেঁদেছিলেন আমার মনে আছে। আজ বিরাশি তিরাশি বছর বয়েস হয়েচে তাঁর, এর কম হবে না কোনো হিসেবেই।

বড় দিদিমাকে দেখতে গেলাম।

সেই মস্ত বড় বাড়ির মধ্যে কুঁচকাঁটার জঙ্গল বাঁচিয়ে অতিকষ্টে ঢুকলাম। সরু পায়ে চলার পথ কে যত্নে ঝাঁট দিয়ে রেখে দিয়েচে।

জ্যোৎস্না উঠেচে।

নব ময়রার যে বাড়িতে আমাদের বাল্যকালের পাঠশালা বসতো, সে বাড়ির জঙ্গলের মধ্যে শেয়াল ডেকে উঠলো।

আমি বাড়ির মধ্যে ঢুকে দেখি এক মাজা-ভাঙা বুড়ী তুলসীতলায় পিদিম দেখিয়ে আস্তে আস্তে ভাঙা রোয়াকে ওপরকার কালমেঘের জঙ্গল মাড়িয়ে বারান্দার দোরের দিকে যাচ্ছে।

–ও বড়দিদিমা।

–কে?

BANGLADARSHAN.COM

বুড়ী পেছন ফিরে দেখলে। আমায় চিনতে পারলে না। (চেনা সম্ভবও ছিল না অবিশ্যি)।

–কে তুমি?

–আমি কানাই। সীতানাথ চক্কত্তির ভাগ্নে আমি।

–বুড়ী থমকে দাঁড়িয়ে আমার মুখের দিকে চাইলে। অবাক হয়ে গিয়েচে যেন। পরেশনাথের চেয়ে এঁর মুখের ভাব অনেক বেশি সজীব ও পরিস্ফুট। প্রাণ এখনো মরে নি।

–ও, তুমি সত্যভামার সেই খোকা! কত বড় হয়ে গিয়েচ। এসো এসো, বসো। এসো, বারান্দায় এসে বসো।

বুড়ী পিদিম রেখে এসে হরিনামের মালা হাতে আমার কাছে বসলো। বললাম–দিদিমা, এ বাড়িতে কতদিন একা আছেন?

–আজম্মো। তিনি মরে গিয়ে এস্তক।

–আচ্ছা আপনার ছেলেপিলে হয় নি দিদিমা?

–একটি মেয়ে হয়েছিল, ন'মাসের হয়ে মারা যায়। তারপর সেই শত্তুরকে মানুষ করেছিলাম–

–শত্তুর কে?

–তার নাম ছিল রামলাল।

–আমি বুঝতে পেরেচি, আমার ছেলেবেলায় তিনি মারা যান।

বড় দিদিমা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললেন। বললেন–কেউ নেই ভাই। আজ আমার বিয়ে হয়েচে কতকাল তা মনেও নেই। ন'বছর বয়সে বিয়ে হয়েছিল। আমার সতীন, রামলালের মা তখন আঠারো উনিশ বছরের। রামলাল হল, আমারকি ন্যাওটো ছিল। হাতে করে মানুষ করেছিলাম। ওর মা তো তার ঝক্কি নিতো না।

–এখন আপনার বয়স কত হল?

–চার কুড়ি পুরে গিয়েচে ভাই।

–একা কতদিন এ বাড়িতে আছেন?

–তোমাকে তো বললাম ভাই। তিনি মরে গিয়ে এস্তক। রামলাল তখন থেকেই তো চাকরি করতো। তার বৌ এ বাড়িতে থাকতো আমার কাছে। রামলাল মারা গেলে বৌমা চলে গেল এখান থেকে।

–আর আসে নি?

–না। বৌমার বাবার বাড়ি ছিল কলকাতার শহরে। শহরের মেয়ে, আর কখনো এখানে আসে!

BANGLADARSHAN.COM

–তাঁর একটি ছোট ছেলে ছিল?

বড় দিদিমা বিস্ময়ের দৃষ্টিতে আমার দিকে চেয়ে বললেন–তুমি কি করে জানলে?

–ছেলেবেলার কথা মনে আছে যে। সে ছেলে কোথায়?

–জানিনে ভাই। পশ্চিমে চাকরি করে এই শুনেছিলাম।

–চিঠিপত্তর দেয়?

–নাঃ।

–রামলাল মামার স্ত্রী বেঁচে আছেন?

–তা কি করে জানবো?

–খোঁজ নেয় না আপনার?

–কি জন্যে নেবে ভাই। পরে কি তা কখনো নেয়? তারা তো আর আমার কেউ না। বৌমা আমার সতীন-পোর বৌ। আমার ওপর তার কি দরদ থাকতে পারে বলো। খোকা তো আমায় মনেই করতে পারে না–তখন

সে দেড় বছরের বাচ্চা। একাই থাকি, আজ কতকাল আছি তা ভুলেই গিয়েচি। কেউ নেই কোনোদিকে আপনার।

–আপনার বাপের বাড়ির কেউ?

–হুগলীর কাছে মশাট গ্রামে আমার বাপের বাড়ি। ম্যালেরিয়ায় সে দেশ উচ্ছন্ন গিয়েচে। একটা ভাই ছিল, সে তারকেশ্বরে দোকান করতো। কোনদিন খবর নেয়নি ইনি মারা যাওয়ার পরে। সে আছে কি নেই, তা কি করে জানবো? বসো ভাই, আসচি–

বড় দিদিমা ঘরের মধ্যে ঢুকে হাঁড়ি-কলসী ঘুটঘুটে করতে লাগলেন। সেকে'লে খাবরাটে ইঁটের প্রকাণ্ড বাড়ির ছোট ছোট জানালা-দরজাশূন্য কুঠুরী, দিনমানেই অন্ধকার। দু-তিনটি ঘর দিদিমা ব্যবহার করেন, বাকিগুলো পড়ে থাকে চামচিকে আর বাদুড়ের বাসা হয়ে। তেলের অভাবে এতবড় বাড়ি অন্ধকার। খানিকটা পরে দিদিমা বেতের ধামিতে করে আমায় নিয়ে এসে দিলেন দুটি মুড়ি আর গোটাকতক নারকেলের নাড়ু–আমার সামনে নিয়ে এসে বললেন–খা–

–আবার এ সব কেন?

–তুই কতকাল পরে এলি ভাই, সত্যভামার ছেলে, শুধু মুখে যাবি? আমার মনে সাধ তো আছে, হাতেই কিছু নেই আজ।

BANGLADARSHAN.COM

দিদিমার স্বর ভারী হয়ে এল। বললেন–কাঁচা লঙ্কা খাবি? তুলে এনে দেবো?

–না, আমি লঙ্কা খাইনে।

–হ্যাঁরে, রাজায় রাজায় যে একটা মকদ্দমা বেধেছিল, তা মিটে গিয়েচে?

–কি মকদ্দমা? কোন্ রাজায় রাজায়?

–তা তো জানিতে। সবাই বলতো। চাল আক্রা হয়েছিল, কাপড় মেলে না, কেরোসিন মেলে না। কি নাকি রাজায় রাজায় মকদ্দমা হচ্চে সবাই বলতো। মিটেচে?

বড় দিদিমা বিগত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কথা বলচেন বুঝলাম। বললাম–হ্যাঁ, সে মিটে গিয়েচে। আচ্ছা দিদিমা–

–কি ভাই?

–আমাদের দেশ স্বাধীন হয়েচে জানেন?

–কি হয়েচে?

–স্বাধীন হয়েচে। মানে, আমরা এখন কারো অধীন নই। ইংরেজ চলে গিয়েচে দেশ থেকে।

–মহারাণীর রাজত্ব এখন আর নেই?

মহারাণী! না, দিদিমাকে কোনো রাজনৈতিক জটিলতার মধ্যে না নিয়ে ফেলাই ভাল। কথাবার্তার ধার বদলে ফেলার জন্যে বললাম–আপনার চলে কি করে?

–ওই দু তিন বিঘা ধানের জমি আছে। কর্তাদের আমলের। প্রজারা বড় ভাল। তাদের কাছে ভাগে দুটো ধান পাই–আর কিছু খাজনা পাই, তাতেই একরকম কষ্টেসৃষ্টে চলে।

মুড়ি খাওয়া শেষ হয়ে গেল। বড় দিদিমা ঘটী করে জল দিয়েচেন, চায়ের কথা এখানে উঠতেই পারে না, এখনো দিদিমা মহারাণীর রাজত্বেই যখন বাস করেন।

বড় দিদিমা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললেন–রামলালকে দেখতে পাই যেন, ছোট্ট দশ মাসের খোকা, ফুটফুটে, এই বড় বড় চোখ–হামাগুড়ি দিয়ে বেড়াচ্চে। আমার সেই খুকীকে দেখতে পাই, রামলালের খোকাকে দেখতে পাই। কালকের কথা, চোখের সামনে যেন আজও সব ঘোরে। রামলাল আমায় আজও ভোলে নি–বড্ড ভালবাসতো। আমায় বলতো, ছোট মা, আমি এসে তোমাকে আর তোমার বৌমাকে চাক্‌রির জায়গায় নিয়ে যাবো। সেই কোন্ পাহাড়ে। বড্ড শীত সেখানে নাকি?

আমি সচকিতে বলে উঠলাম–ও কিসের শব্দ?

BANGLADARSHAN.COM

বড় দিদিমা দন্তহীন মুখে হেসে বললেন–ভয় পেলি নাকি? ও ঘরে চামচিকে ঝটাপটি করচে। ও রোজই করে–আমার ও সব সয়ে গিয়েচে। শুধু তাই? বাড়িতে বড় বড় সাপ। কাজ। ওঁরা কিছু বলেন না। হয়তো বিছানায় শুয়ে আছি, রাত্তিরে গায়ের ওপর দিয়ে চলে গেল। সভয়ে বলে উঠলাম–বলেন কি!

–বলচি কি। প্রায়ই দেখি। ঠাণ্ডা হিমমত গায়ে লাগে, তখন বুঝতে পারি। কি বলবো, সবই অদেষ্ট ভাই। নইলে অমন সোনার রামলাল আমায় ফাঁকি দিয়ে যাবে কেন? সতীন-পো বলে কেউ বলতে পারতো না। নিজের পেটের ছেলেও অত ভালবাসে না। আজকাল তো অনেক দেখতে পাচ্চি। বিয়ে করে এনে আমায় বললে–মা, তোমার দাসী নিয়ে এলাম। আমি বললাম–না রে, আমার দাসী কেন, সংসারের লক্ষ্মী। হেসে বললে–না মা, সংসারের লক্ষ্মী তুমি থাকতে আবার কে মা? বেশ মনে আছে–সূর্যি পাটে বসেচে, আষাঢ় মাসের লম্বা দিন, বৌ নিয়ে এসে আমার খোকা রামলাল দুধে-আলতা পিঁড়িতে দাঁড়ালো–

বড় দিদিমা কেঁদে ফেললেন। আমি সান্ত্বনা দেবার কথা বললাম অনেক। নিজেই বুঝলাম সব বৃথা। আমি এবার উঠি। যতক্ষণ থাকবো, উনি রামলালের কথা অনবরত বলতে থাকবেন। এতদিন বোধ হয় শ্রোতা পান নি–কতকাল মনের মত শ্রোতা পান নি কে জানে!

চোখ মুছে বললেন–তবুও আছি, কর্তা তো চলে গিয়েচেন, তাদের ভিটেতে সন্দেবেলা পিদিমটা দিচ্চি–এই ভেবে মনকে বোঝাই। আজ আমার নাৎবোয়ের পিদিম দেওয়ার কথা, শাঁখ বাজানোর কথা–

আমি পিদিমকে প্রণাম করে বিদায় নিলাম। কোথায় হুতুম প্যাঁচা ডাকচে যেন দুর্গামণ্ডপের জঙ্গলে। জ্যোৎস্নার আলোয় এই প্রাচীন ভগ্ন অট্টালিকা আর কালমেঘের গোয়ালে-লতার জঙ্গল রহস্যময় দেখাচ্চে। কত কালের কত ইতিহাস এদের গায়ে লেখা।

পিছন ফিরে আবার দেখলাম, বড় দিদিমা বাইরের রোয়াকে এসে দাঁড়িয়ে আমার গমনপথের দিয়ে চেয়ে আছেন। কতদিন এই ইঁটের কারাগারে বন্দিনী থাকবেন দিদিমা?

পাষাণী অহল্যার উদ্ধারের আর কত বিলম্ব কে বলবে।

॥সমাপ্ত॥

BANGLADARSHAN.COM